ঢাকা সোমবার, ১৬ এপ্রিল ২০০১, ৩ বৈশাখ ১৪০৮, বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৫৩

প্রথম আলো

রক্তভেজা বর্ষবরণ স্তম্ভিত বাংলাদেশ

পহেলা বৈশাখ রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণে নিহত ৯ ❑ আহত ২০ ❑ সারা দেশে নিন্দা, ক্ষোভ, প্রতিবাদের ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদক

যশোরে উদীচী আর ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে বোমা হামলায় হতাহতদের শোক বিস্মৃত হওয়ার আগেই গত শনিবার রমনার বটমূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আবার বোমা হামলা হয়েছে এবং ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিকভাবে নিহত সাতজনসহ এ পর্যন্ত নয়জন মারা গেছেন। ঘটনায় আহত ২০ জনের মধ্যে ১০ জন এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রাজধানীতে বাঙালির প্রাণের উৎসবের প্রধান কেন্দ্র, যেখানে নববর্ষের প্রভাতে নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ মনোরম সৌখিন সাজে সেজে পবিত্র মনে গান শুনতে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে আসে, সেখানে এই বর্বরতম বোমা হামলায় দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সারা দেশে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অগ্রণী ব্যক্তিরা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এরূপ হামলাকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিগত প্রায় তিন যুগের ধারাবাহিকতায় এবারও ছায়ানটের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখ শনিবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রমনা উদ্যানের বটমূলে শুরু হয় নববর্ষ উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা। ১৯৬৭ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের মতো অনিবার্য পরিস্থিতিজনিত কারণ ছাড়া ছায়ানটের বর্ষবরণের এ অনুষ্ঠান কখনো বন্ধ হয়নি। শনিবার বর্ষবরণের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার প্রায় দুঘণ্টা পর সকাল ৮টা ৫মিনিটে বটমূলে সাজানো উৎসব মঞ্চ থেকে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ গজ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়।

আকস্মিক বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় বটমূলে সমবেত নর-নারীদের অনেকেই কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই ঘটনাস্থলে সাতজন মৃত্যুবরণ করেন। আহত হন ২০ জনের বেশি। বোমা বিস্ফোরণের সময় মঞ্চে ছিলেন যারা তাদের একজন বিশিষ্ট তবলাবাদক এনামুল হক ওমর বিস্ফোরণের এক ঘণ্টা পর প্রথম আলোর কাছে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, ‘বিস্ফোরণের শব্দ শোনার পর চমকে উঠেছি। তবে এমন ভয়াবহ একটি ঘটনা যে ঘটে গেছে, তা বুঝতে আরো কিছুক্ষণ লেগেছে। আসলে এখনো বুঝে উঠতে পারছি না সবকিছু। ভাবতে অবাক লাগছে, গান গাইতে, গান শুনতে আসে যারা তাদের ওপর কেমন করে বোমা হামলা করা হয়? কারা এসব হামলা চালায়?’

বোমা বিস্ফোরণের সময় মঞ্চের মুখোমুখি বসেছিলেন এমন দুজন শান্তিনগরের বিকাশ ঘোষ ও ওয়াহেদ শামীম জানান, ‘বোমা বিস্ফোরণের শব্দে আমরা প্রথম ভেবেছিলাম অনুষ্ঠানের শব্দনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কোনো ত্রুটির কারণে বুঝি এমন শব্দ হয়েছে। পরে অবশ্য কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উড়তে দেখে বোমা বিস্ফোরণের কথা ভাবি এবং দেখতে পাই বেশ কয়েকজন ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।’ গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ওমর ফারুক বোমা বিস্ফোরণের কথা মনে করতে গিয়ে ‘ভীষণ আওয়াজ’, ‘ধোঁয়া’, ‘ব্যথা’, ‘পুড়ে গেছে’ এমন অসংলগ্ন শব্দে আতঙ্ক প্রকাশ করেন, ঘটনার কোনো বিবরণ দিতে পারেননি।

পুলিশ সূত্র বলেছে এবং ছায়ানট কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছেন যে, রমনা বটমূলের অনুষ্ঠানস্থল আগের রাতে স্ক্যানিং মেশিন ও ডগস্কোয়াড দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং রাত থেকেই পুলিশ পাহারাও ছিল। কিন্তু বোমা বহনকারীরা শরীরে লুকিয়ে অথবা উপহারের প্যাকেটের মতো সাজিয়ে মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে বোমা নিয়ে এসেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনাস্থলে পাওয়া বিস্ফোরিত বোমার অংশবিশেষ দেখে পুলিশ ধারণা করেছে, বোমাটি স্থানীয়ভাবে তৈরি হলেও এটি একটি ব্যাটারিচালিত বোমা। বোমাটির বাইরের অংশটি লোহার পাইপ দিয়ে তৈরি বলে অনুমান করা হয়েছে। পাইপের তার এবং ব্যাটারির সংযোগ দেখা গেছে।

মহানগর পুলিশ কমিশনার মতিউর রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, ‘নিহতদের মধ্যে কেউ না কেউ বোমা বহন করার দায়িত্ব পালন করেছে।’ পরে উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) আবুল কাশেম প্রথম আলোকে জানান, বোমা হামলার ঘটনাটি আত্মঘাতী হতে পারে। কারণ মঞ্চ ও আশপাশের এলাকা শুক্রবার রাতে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করা হয়েছে। এমনকি মঞ্চের সামনে ত্রিপল বিছানোর সময় পুলিশ উপস্থিত ছিল। তাছাড়া পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হলে মাটিতে গর্তের সৃষ্টি হতো। কিন্তু এ ধরনের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, বোমায় নিহত একজনের পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে গেছে। হাসপাতালে নেওয়ার সময় তার জখম স্থান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। ঘটনাস্থলে গুনার তার পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, বোমাটি নিহত যুবকের পেটে বাধা ছিল। ভিড়ের চাপে তা ফেটে গেছে।

বোমা বিস্ফোরণের পর সন্‌জীদা খাতুনসহ ছায়ানটের ছাত্র-শিক্ষক ও অন্য কর্মীদের ভীষণ বিমর্ষ দেখালেও তারা ভেঙে পড়েননি। বরং সন্‌জীদা খাতুন মাউথপিস হাতে নিয়ে বলেন, শোকার্ত হলেও তারা ভীত হননি। এ দেশে প্রতিরোধ করেই সংস্কৃতিকর্মীদের এগোতে হয়েছে, দেশবাসীকে প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। টেলিভিশনের দর্শকরা সারা দেশেই তাকে দেখতে পান।

বিশিষ্ট অভিনেতা ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম ঘটনাস্থলেই প্রথম আলোর কাছে বলেন, ‘উদীচীর সম্মেলন আর কমিউনিস্ট পার্টির মহাসমাবেশের পর ছায়ানটের বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে হামলার ঘটনা দেখে মনে হয় যেন একটি ধারাবাহিকতা মেনে করা হচ্ছে এসব।’

বিশিষ্ট শিল্পী, রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা মিতা হকও ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্কসূত্র রয়েছে কিনা খুঁজে দেখা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। মিতা হক জানান, বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট আগে তিনি তার মেয়ে ও ননদসহ বিস্ফোরণস্থলের কাছাকাছিই অবস্থান করছিলেন।

বোমা বিস্ফোরণের পর থেকেই গোটা রমনা বটমূল এলাকা পুলিশ ঘেরাও করে রাখে এবং বটতলা থেকে সাধারণ লোকজন তো বটেই, ছায়ানটের কর্মীদেরও বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করা হয়। পুলিশ বটমূল ঘেরাও করে রেখে আহত-নিহতদের অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেয়ার সময় সেখানে অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন আরো একটি বোমা বিস্ফোরিত হয় এবং এ বিস্ফোরণে একজন পুলিশ আহত হয়। বটমূলের একেবারে পূর্বপ্রান্তে সুন্দর কাগজে মোড়ানো একটি প্যাকেটকে বোমা মনে করে সতর্কতার সঙ্গে পুলিশ তা ঘিরে রাখে। পরে পুলিশ নিহতদের মাথার মগজ, চুল, ছিন্নভিন্ন কাপড়ের টুকরো, কলম, মানিব্যাগ, জুতা-স্যান্ডেল আলামত হিসেবে নিয়ে যাওয়ার সময় কাগজে মোড়ানো প্যাকেটটিও নিয়ে যায়।

ছায়ানটের অনুষ্ঠানটি যেহেতু বিটিভি ও ইটিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছিল, তাই বোমা হামলার ঘটনাটি কিছুক্ষণের মধ্যে সারা দেশে বহু লোক জেনে যায়। তবে ঠিক বিস্ফোরণের মুহূর্তটিতে টেলিভিশনের পর্দায় রমনা বটমূলের নয়, চট্টগ্রামে বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার চলছিল। পরে খবর প্রচারের সময় ও অন্য কয়েকবার বিটিভি ঘটনার ধারণকৃত ছবি দেখায়।

হতাহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মানুষের ভিড়ে হাসপাতাল উপচে পড়ে। কাঁঠালবাগানের আলআমিন রোডের শাহনাজ বেগম ছুটে এসেছিলেন তার ছেলে খেলাঘরের কর্মী লোকমান আর লোকমানের বন্ধু মামুনের খোঁজ নিতে। মামুনকে আহত অবস্থায় ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে দেখতে পাওয়ার পর তার কান্না বেড়ে যায়। লাশকাটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদলেও ভেতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিলেন না। পরে ভেতরে ঢুকে মৃতদেহগুলো দেখে তিনি আশ্বস্ত হন যে তার লোকমান বেঁচে আছে।

লোকমানের মায়ের মতো আরো অনেক মা, বাবা, ভাই, বোনকে শনিবার দিনভর রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাপাতালে আপনজনের সন্ধানে ছুটে বেড়াতে দেখা গেল।

বোমা হামলার পর পর পরিবার-পরিজন নিয়ে অনেককে বাড়ি ফিরে যেতে দেখা যায়। এ ঘটনায় ছায়ানটের অনুষ্ঠান তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেলেও রমনা উদ্যানের অন্যান্য মঞ্চে এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, টিএসসি, বাংলা একাডেমী, শিশু একাডেমী পর্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে থাকা মানুষের কাছে বিস্ফোরণের খবর পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যায়। পরে অবশ্য চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়, তবে আনন্দ মিছিলে শোকের আবহ তৈরি হয়। একটু শোকার্ত মনে হলেও বর্ষবরণের নানামাত্রিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে অন্যান্য বছরের মতো এবারও সকাল-সন্ধ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছিল মুখরিত।

প্রিয়তম কিশোরকে শুভ্রার উপহার!

নিজস্ব প্রতিবেদক

শনিবার রমনার বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের প্রায় তিন ঘণ্টা পর সকাল ১১টা ১০ মিনিটে সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল পার্কের বৈশাখী গেটের ভেতরে ডান পাশের দেয়ালের কাছ থেকে আরেকটি শক্তিশালী তাজা বোমা উদ্ধার করে। পলিথিন ব্যাগের ভেতরে র‍্যাপিং কাগজে মোড়া সুদৃশ্য একটি প্যাকেটে ছিল এই বোমা। প্যাকেটের গায়ে উপহার কার্ডে লেখা ছিল ‘প্রিয়তম কিশোরকে-শুভ্রা’।

বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা প্যাকেট খুলে দেখেন এই বোমাটি বিস্ফোরিত বোমার চেয়ে শক্তিশালী এবং এর লোহার পাইপটিও বিস্ফোরিত বোমার পাইপের চেয়ে দেড়গুণ বড়। বোমাটির সঙ্গে ছোট ব্যাটারি এবং ঘড়ি লাগানো ছিল। সেনাবাহিনী বোমাটি নিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেন।

বোমার ঘটনায় দুটি মামলা

১ জন গ্রেপ্তার, আহত ৪ যুবক সন্দেহভাজন

নিজস্ব প্রতিবেদক

রমনার বটমূলে ছায়ানটের বাংলা নববর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণে নয়জন নিহত হওয়ার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ মিজানুর রহমান স্বাধীন (২৩) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল গত শনিবার রাতে ডেমরা থানার মাতুয়াইল দক্ষিণপাড়া মসজিদসংলগ্ন একটি মেস থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃত স্বাধীনের গ্রামের বাড়ি পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার বিচকি গ্রামে। তার বাবার নাম আবদুল হামিদ। সে ঢাকা কলেজের ভূগোল সম্মানের ছাত্র বলে দাবি করেছে।

এদিকে বোমা বিস্ফোরণে নয়জন নিহত হওয়ার ঘটনায় শনিবার রমনা থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ও অপরটি হত্যা মামলা। পুলিশ সার্জেন্ট অমল চন্দ্র হত্যা মামলার এবং রমনা থানার সাব ইন্সপেক্টর কবির হোসেন বিস্ফোরক মামলার বাদী হয়েছেন। বোমা বিস্ফোরণের সময় এই দুই পুলিশ কর্মকর্তা রমনা পার্ক এলাকায় কর্তব্যরত ছিলেন। দুটি মামলায় আসামি হিসেবে কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে মামলায় ঘাতকদের ‘চরমপন্থী’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বৈশাখী উৎসব পণ্ড করার মাধ্যমে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করাই বোমা হামলার উদ্দেশ্য ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত শনিবার রাতেই ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশকে মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে। সহকারী পুলিশ কমিশনার আক্তারুজ্জামান রুনু মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন।

তদন্তকারী সূত্রে জানা গেছে, বোমা বিস্ফোরণ মামলায় গ্রেপ্তারকৃত মিজানুর রহমান স্বাধীন ছাড়াও সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন রেজা, রফিক মাহবুব, জাহাঙ্গীর ও ইব্রাহিম পুলিশের কড়া নজরে রয়েছে। এই চারজন, গ্রেপ্তারকৃত স্বাধীন, নিহত জসিম ও পলাশ নামে সাত যুবক পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বোমা হামলা চালিয়েছে বলে পুলিশ এ পর্যন্ত তদন্তে জানতে পেরেছে। রেজা ছাড়া অন্য ছয় যুবক ডেমরার মাতুয়াইল মসজিদসংলগ্ন সারু হাজির মেসে থাকে। ওই মসজিদের ইমামের মাধ্যমে তারা মেস ভাড়া নেয়। পলাশকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের একটি দল গতকাল রোববার দুপুরে ডেমরা এলাকায় অভিযান চালায়। কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

পুলিশের অপর একটি সূত্র জানায়, সাত যুবকের সঙ্গে সিএমএইচ-এ চিকিৎসাধীন আহত রেজা এবং ইমরানের (নিহত) যোগাযোগ হয়তো ছিল । ধারণা করা হচ্ছে, মিরপুর ও ডেমরার এই দুটি সন্ত্রাসী গ্রুপ নাশকতার উদ্দেশ্যে রমনার বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। রেজা ও ইমরান মিরপুর রোডের ইউনাইটেড টেইলার্সে কাজ করত বলে জানা গেছে।

গতকাল রোববার দুপুরে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তারকৃত স্বাধীনকে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের (সিএমএম) আদালতে হাজির করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হলে আদালত পাঁচ দিন মঞ্জুর করেন।

একটি সূত্র জানায়, স্বাধীন ও তার সঙ্গীরা বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত-এই ধারণা এবং কিছু তথ্য-উপাত্ত নিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ তাদের তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের তদন্তে কারা এই সাত যুবককে বোমা হামলার কাজে নিযুক্ত করেছে, তাদের সঙ্গে যুবকদের কী ধরনের সম্পর্ক এবং বোমা হামলার উদ্দেশ্য কী সে বিষয়েই জোর দেওয়া হবে।

গোয়েন্দা পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, উদীচী, পল্টন ময়দান, কোটালিপাড়া এবং সর্বশেষ রমনার বটমূলে বোমা হামলার যোগসূত্র প্রায় একই বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলার মামলায় বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলাম ও তার সমর্থকরা, পল্টন ময়দানে উগ্র মৌলবাদী সংগঠন এবং কোটালিপাড়ার বোমার সঙ্গে মুফতি হান্নান (উগ্র মৌলবাদী) গ্রুপ জড়িত বলে পুলিশ তদন্তের পর জানায়।

এদিকে রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সাধারণ মানুষ পুলিশের নিরপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা চোখে পড়েনি। যাদের দেখা গেছে তারা টিভি ক্যামেরা পাহারা দিচ্ছিল।

অপরদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অনুষ্ঠানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। উদীচী ও পল্টন ময়দানের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর থেকে যেকোনো বড় অনুষ্ঠানে পুলিশের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পুলিশ সদর দপ্তরের একটি সূত্র জানায়, বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে রমনা থানা পুলিশের নিয়মিত ডিউটির পাশাপাশি ভোর ৫টা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। এছাড়া নগর বিশেষ শাখার (সিটি এসবি) দুজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং চারজন সহকারী পুলিশ সুপারসহ ৫০ জন কর্মকর্তা সেখানে কর্মরত ছিলেন। কর্মকর্তাদের মধ্যে ৩৫ জনের কাছে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য বেতার যন্ত্র ছিল।

সিটি এসবির একজন কর্মকর্তা জানান, রমনার বটমূলে অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংস্থার মাঠপর্যায়ের সব কর্মকর্তাকে শনিবার রমনা পার্কে ডিউটি দেওয়া হয়েছিল।

একটি সূত্র জানায়, সিটি এসবির ইন্সপেক্টর ইকবাল, এখলাস এবং সাব ইন্সপেক্টর আওয়াল ও একজন কনস্টেবলের রমনার বটমূলে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল।

নিহত ৭ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে হাসপাতালে ভর্তি ১০ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক

পহেলা বৈশাখ রমনার বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের পর নিহতদের মধ্যে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহত নয়জনের মধ্যে সাতজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। এদের লাশ অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে বর্তমানে নয়জন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে, একজন পিজি হাসপাতালে রয়েছেন। গত শনিবার রাত থেকে গতকাল সকাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নিহতদের লাশ তাদের অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

নিহতদের মধ্যে সাতজনের পরিচয় : ১. ইমরান হোসেন (২৪), বাবা আবুল কাশেম, ১২৫/১, হাজারীবাগ রোড, ঢাকা। ইমরান মিরপুর রোডের জাহান ম্যানশনে ইউনাইটেড টেইলার্সে কাজ করতেন। পাঁচ বোন দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়। ২. অসীম সরকার (৩৫), বাবা অমূল্য সরকার, আসাদগেট ওয়্যারলেস কলোনি, ঢাকা, গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর মীর্জাগঞ্জে। তিনি ঢাকায় শ্যামলী পরিবহনের কাউন্টারের হিসাবরক্ষক। ৩. মামুন (২০) এবং ৪. রিয়াজ (২২)। এরা দুজন পরস্পর চাচাত ভাই এবং ঢাকার কলেজ গেটে হক মেডিকেল হলে থাকতেন। এদের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফলে। ৫. জসিমউদ্দিন (২৫), বাবা এনায়েত হোসেন। জগন্নাথ কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। মাতুয়াইল এলাকার মাদ্রাসা মেসে থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি বরগুনার বামনা থানা এলাকায়। ৬. ইসমাইল হোসেন (২৫), তিনি হাজারীবাগের লেসকো টেনারির শ্রমিক। গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে। ৭. আবুল কালাম আজাদ (৩২), বাবা সিরাজুল ইসলাম, ৩৮৫, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঁঠালবাগান, ঢাকা। তার গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে। তিনি ঢাকায় ৯২, নিউ এলিফ্যান্ট রোডে ফ্যান্টম অ্যাপারেলসে মান পরিদর্শক পদে চাকরি করতেন।

বোমায় আহতদের মধ্যে যাদের নাম ও পরিচয় পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে শিল্পী (১৮) নিহত মামুন ও রিয়াজের চাচাতো বোন। অন্যরা হলেন সাইদুর (২৮), উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরের ওমর ফারুক (২৭), মোটর পার্টস ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট আমিনউল্ল্যাহ (৪০), আসাদ (১৯), সোহান (২২), জাকির (১৮), মিরপুরের মামুন (২৮), রুবেল (২০), রেজা (২০), বাদশাহ (১৮), ডেমরার মাতুয়াইলের রফিকুল ইসলাম মাহবুব (২৮), ইব্রাহিম (২৮), জাহাঙ্গীর (২৮), পুরান ঢাকার পীযূষ কান্তি সরকার (৩৫), পাইকপাড়ার স্বপন মজুমদার (২০), আফজাল (২৮), মোহাম্মদপুরের কোডা কলেজের ছাত্র মাহমুদুল কবির সন্ধী (২৮), সাব-ইন্সপেক্টর শরিফুল ইসলাম (৩৫) এবং সজিব (১৮)।আহত ১৭ জনকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে জাহাঙ্গীর, ইব্রাহিম, রফিকুল ইসলাম মাহবুব, সন্ধী, রেজা, মামুন, আমিনুল্লাহ, আফজাল ও স্বপন মজুমদারকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যরা চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন। শিল্পী ভর্তি রয়েছেন পিজি হাসপাতালে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বোমাহত জাহাঙ্গীর, রফিকুল ইসলাম মাহবুব ও ইব্রাহিম জানান, তারা তিনজনই বরিশালের মোকামিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পাস করেছেন। বর্তমানে ঢাকার মাতুয়াইল এলাকায় একটি মেসে থাকেন। তাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র জসিম (পরে নিহতদের মধ্যে একজন বলে শনাক্ত) এবং ঢাকা কলেজের ছাত্র স্বাধীনও (পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে) এসেছিলেন। তারা যেখানে বোমা বিস্ফোরিত হয় তার পাশেই ছিলেন।

মাহবুব আরো জানান, তিনি কয়েকজন যুবককে র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ানো একটি প্যাকেট হাতে দেখেছিলেন। যুবকদের একজন প্যাকেটের গায়ে আটকানো স্কচটেপ খুলতে গেলে এই বিস্ফোরণ ঘটে বলে মাহবুব জানান।

বোমাহত পীযূষ কান্তি সরকার জানান, তিনি আহত হন দ্বিতীয় দফা বোমা বিস্ফোরণের সময়। এ সময় একজন পুলিশ অফিসার (কোতোয়ালি থানার সাব-ইন্সপেক্টর শরীফুল ইসলাম, তিনিও আহত হয়েছেন) পলিথিনের ব্যাগে বিরিয়ানির প্যাকেটে রাখা একটি বোমা দেখছিলেন। এ সময় হঠাৎ করে বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। কোডা কলেজের ছাত্র মাহমুদুল কবির সন্ধী প্রথম আলোকে জানান, ঘটনার সময় তিনি মঞ্চের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিলেন। ভিড়ের মধ্যে তিনি কয়েক যুবককে ঠেলাঠেলি করে হাঁটার সময় ফিসফিসিয়ে বলতে শুনেন, ‘এই একটু সরে গিয়ে হাঁট, বোমা ফেটে যাবে।’

ঢাকা মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (দক্ষিণ) আবুল কাশেম ঘটনার পর সাংবাদিকদের জানান, নিহতদের মধ্যে একজনের (ইসমাইল) লাশের পেট সম্পূর্ণ বিস্ফোরিত ছিল। গাড়িতে উঠানোর সময়ও তার পেট দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। আরেকজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, তাদের ধারণা, যারা এই বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত তাদের মধ্যে একাধিকজন মারা গেছে। লাশের আঘাতের ধরনেই এর প্রমাণ মেলে।

আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?

মিতা হক, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী

বোমা যেখানে ফেটেছে তার খুব কাছেই বাঁশের ঘেরাওয়ের মধ্যে বসে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান দেখছিলাম। সঙ্গে বাচ্চা, বান্ধবী আর ননদ। শরীর খারাপ লাগায় একটু আগেভাগেই উঠলাম, চলে যাব। স্টেজের পেছনে সনজীদা খাতুনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। মঞ্চে তখন 'একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী' গানটি গাওয়া হচ্ছিল।

আচমকা একটি আওয়াজ। খুব জোরে নয়। অনেকেই বলেছে সাউন্ড সিস্টেমে কোনো সমস্যা হয়েছে হয়তো। তখন বুঝতে পারিনি কী ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেছে। এমনকি বেরোবার সময় গেটের কাছে দেখি হকার স্বাভাবিক কেনাবেচা করছে।

পুরো ঘটনা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। তখন নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছিল। আমাদের রাজনীতিবিদরা, সে যে দলেরই হোন, পদাধিকার বলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত। অথচ উদীচী থেকে ছায়ানট পর্যন্ত যে ঘৃণ্য বোমাবাজির ঘটনাগুলো ঘটে গেল, তাতে রাজনীতিবিদরা উল্টো নিজেদের ভক্ষক বলে প্রমাণ করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা বা বিচারবিভাগ সাধারণ মানুষের আস্থাভাজন হতে পারছে না। তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?

যারাই বোমা মারুক তারা ঘৃণ্য অপরাধী। কিন্তু সরকার কেনো তাদের শাস্তি দিতে পারছে না, বোমা তৈরি বা আমদানির উৎস নির্মূল করতে পারছে না কেন-সেটা এখন সাধারণ মানুষের ক্ষুব্ধ প্রশ্ন। এতে আমরা আমাদের প্রাণের মুক্তিযুদ্ধের সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে পারছি না। আমরা অক্ষমেরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখি- কিন্তু সরকার তো তার ক্ষমতার বলে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে এই মুহূর্তে দেশের সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারে। তাতে সরকারের কীসের ভয়? ক্ষমতায় থাকাটা মানুষের জন্য কতো দরকার?

মূর্তি ও সীমান্ত পিলার পাচার নিয়ে দ্বন্দ্ব

কুষ্টিয়ার গ্রামে ঢাকার ২ ধনাঢ্য ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

তারিকুল হক তারিক, *কুষ্টিয়া*

কুষ্টিয়া এবং রাজবাড়ী জেলার সীমান্তবর্তী খোকসা উপজেলার শিয়ালীডাঙ্গা গোড়াল গ্রামে ঢাকার দুই কোটিপতি ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গত শুক্রবার দিবাগত রাত ২টায় জনৈক দবির মণ্ডলের বাড়িতে এই খুনের ঘটনা ঘটে। নিহত ওই দুই ব্যবসায়ীর নাম শাহাবুজ্জামান টিপু (৩০) এবং গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী ওমর (৪০)।

হত্যাকাণ্ডের পর হত্যাকারীরা নিহত দুজনের লাশ নিয়ে পালিয়ে যায়। কুষ্টিয়ার খোকসা থানা পুলিশ গত শনিবার বিকেলে টিপু এবং গতকাল রোববার সকালে ওমরের লাশ শিমুলিয়া মোল্লাপাড়া গোরস্থানের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেছে। কুষ্টিয়া পুলিশ নিহত দুই ব্যবসায়ীর সফরসঙ্গী হিসেবে ঢাকা থেকে আসা অন্য ১৩ জনের মধ্যে নয়জনকে থানায় খবর দিতে গেলে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ বলেছে, মূর্তি ও সীমানা পিলারের ম্যাগনেট ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। ঢাকার ওই ব্যবসায়ীদের নিয়ে আসা একটি মাল্টিকালার নিশান পেট্রল (ঢাকা মেট্রো-২-৪২০৪) এবং একটি নেভিব্লু রংয়ের মাইক্রোবাস (ঢাকা মেট্রো-চ-০২-০২২২) খোকসা থানা পুলিশ আটক করেছে। পুলিশ ওই গাড়ি থেকে পাঁচটি মোবাইল টেলিফোন এবং একটি চাইনিজ রিভলবারও উদ্ধার করে।

নিহত টিপু ঢাকা রমনা থানার ৭ বি/৬ পশ্চিম হাজিপাড়ার মৃত সৈয়দ জামান আলীর ছেলে। তিনি ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী রোডে অবস্থিত সিটি এভারগ্রিন স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে জানা গেছে। অপর নিহত ব্যক্তি ওমর চৌধুরীর বাড়ি ঢাকার খিলগাঁওয়ের হাজিপাড়া কংসুন চাইনিজ রেস্টুরেন্টের পেছনে বলে জানা গেছে।

খোকসা থানার ওসি আবদুর রহিম জানান, গত শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে টিপু এবং ওমরের নেতৃত্বে ১৪ জনের একটি দল একটি মাইক্রো এবং একটি নিশান পাজারো জিপ নিয়ে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার সীমান্তবর্তী শিয়ালীডাঙ্গা গোড়ালের উদ্দেশে রওনা হন। পথে আরিচা ফেরিঘাটে ওই দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার পরিচয় দানকারী জনৈক্য আবদুর রশিদ সবুজ রংয়ের একটি প্রাইভেটকার (ঢাকা মেট্রো-ক-০২-০৩৩৩) নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। রাত ২টার দিকে দলটি কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়কের শিয়ালীডাঙ্গার কাছে গাড়ি থামায়। এরপর ওমর, টিপু এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার পরিচয়দানকারী রশিদসহ ছয়জন কালো রংয়ের একটি ব্রিফকেস নিয়ে পার্শ্ববর্তী দবির মণ্ডল এলাকার কুখ্যাত দবির মণ্ডল এবং সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে যান। অন্য নয়জন গাড়ি নিয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পর দবির মণ্ডলের বাড়িতে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যায় এবং রশিদসহ চারজন দৌড়ে এসে গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর বাকি নয়জন খোকসা থানায় এসে ঘটনা জানালে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে এবং গাড়ি তল্লাশি করে মোবাইল ও অস্ত্র উদ্ধার করে।

পুলিশ গ্রেপ্তারকৃতদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দবির মণ্ডলের বাড়ি তল্লাশি করলে ঘরের মধ্যে চাপ চাপ রক্ত দেখতে পায়। তবে পুলিশ বাড়িতে কাউকে পায়নি। শিমুলিয়া গোরস্থান থেকে টিপু ও ওমরের লাশ উদ্ধার করা হয়।

গতকাল রোববার রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে মর্গে নিহত দুজনের লাশের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, দবির মণ্ডল এবং সুলতান দীর্ঘদিন ধরে মূর্তি এবং ম্যাগনেট চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। দবির মণ্ডল ইতিপূর্বে ঢাকার এই ব্যবসায়ীদের কাছে প্রায় ১০ কোটি টাকার মূল্যমানের মূর্তি এবং ম্যাগনেট বিক্রি করেছিল। কিন্তু সেগুলো আসল না হওয়ায় এদের সঙ্গে দবির গংয়ের বিরোধ বাধে। পুলিশ সূত্রমতে, ব্রিফকেস ভর্তি টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় কুষ্টিয়ার খোকসা এবং রাজবাড়ীর পাংশা থানায় পৃথক মামলা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত বাকি নয়জনের প্রত্যেকের বাড়ি ঢাকায়। তাদের মধ্যে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রধান আইনজীবী খন্দকার মাহাবুব হোসেনের সহকারী অ্যাডভোকেট বশির আহমেদও রয়েছেন। কুষ্টিয়া পুলিশ গ্রেপ্তারকৃতদের পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানালে কুষ্টিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আবেদন নামঞ্জুর করে তাদের জেল হাজতে পাঠিয়ে দেন।

ভাবী তুমি কিন্তু টিভি বন্ধ করবে না

রমনায় যাওয়ার আগে তিন ভাইবোনের শেষ অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

'ভাবি, তুমি কিন্তু টিভি বন্ধ করবে না, আমরা বটমূলের দিকে মঞ্চের একেবারে কাছাকাছিই থাকব। টিভিতে আমাদের দেখা যাবেই।' পহেলা বৈশাখের ভোর পৌনে ৬টায় রাজধানীর ইন্দিরা রোডের বাসা থেকে বেরুতে বেরুতে ননদ-দেবর তিনজন এভাবেই সর্বশেষ অনুরোধ জানিয়েছিল ভাবি সোনিয়া পারভীনকে। ওরা তিনজন আমেনা আক্তার শিল্পী (২০), আল মামুন (২২) ও রিয়াজ উদ্দিন (১৮)।

রমনার বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের অনেক পরে বেলা ২টার দিকে শিল্পীকে ঠিকই টিভিতে দেখা গেছে, তবে মুমূর্ষু অবস্থায়। টিভিতে দেখার পরই ভাবিসহ অন্য স্বজনরা হন্তদন্ত হয়ে হাসপাতালে ছুটেছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তাকে পাওয়ার পর শুরু হয়েছে মামুন আর রিয়াজকেও খোঁজাখুঁজি। একপর্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে অন্য লাশের মধ্যে এই দুই তরুণকে শনাক্ত করেছেন তারা। এরপরই পুরো পরিবারে শোকের মাতম নেমেছে।

ওরা তিনজন সম্পর্কে চাচাতো ভাইবোন। সোনিয়া জানালেন, শিল্পী তার আপন ননদ। আর মামুন ও রিয়াজ চাচাতো দেবর (তার শ্বশুরের দুই ভাইয়ের ছেলে)। মামুন তাদের বাসাতেই থাকত, আর রিয়াজ থাকত কলেজ গেটে তার ওষুধের দোকানের পাশেই একটি বাসায়। বেকার মামুন কিছুদিন হয় টেইলারিংয়ের কাজ শিখছিল আর শিল্পী তিন মাস হয় পটুয়াখালীর বাউফলের কাছিপাড়া গ্রাম থেকে ঢাকায় বেড়াতে এসেছে। সে কাছিপাড়া কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। কাছিপাড়া গ্রামেই ওদের সবার বাড়ি। মা-বাবা ওই গ্রামেই থাকেন।

সোনিয়া বললেন, ওরা আমাকেও বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যেতে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু যাইনি। বরং বলেছি গত বছর ওখানে গিয়ে ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়তে হয়েছে, তোমরাও যেও না। ওরা কেউ কথা শুনল না, শুনলে হয়তো এই ঘটনা ঘটত না। ওদের মধ্যে বেশি উৎসাহী ছিল রিয়াজ। শিল্পীর জন্য সে আগের রাতে বেলী ফুলের মালাও নিয়ে আসে, যাতে বোনটি ভালোভাবে সেজেগুজে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যেতে পারে। তাছাড়া রাতে কলেজ গেটে চলে গেলেও ভোর ৫টার মধ্যেই সে আবার ইন্দিরা রোডের বাসায় পৌছে সবাইকে তৈরি হওয়ার জন্য তাড়া দেয়। কাঁদতে কাঁদতে সোনিয়া আরো বললেন, কী হতে যে কী হয়ে গেল, স্বামীও প্রবাসী-এখন আমি আমার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে কী জবাব দেব? জানি না শিল্পীটাও বাঁচবে কিনা। ডাক্তাররা বলেছেন, ওর নাকি মগজ বেরিয়ে গিয়েছিল। এখন পর্যন্ত জ্ঞানও ফিরছে না। একটি আনন্দময় অনুষ্ঠানকে কারা এ রকম বিষময় করে তুলল? কোনোদিন তারা কি ধরা পড়বে, বিচার হবে?

মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মামুন বেশি লেখাপড়া করেনি। ছয় ভাইয়ের মধ্যে সে পঞ্চম। আর এসএসসি পাস রিয়াজ পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে বড়। তাদের দুজনেরই মরদেহ গতকাল রোববার একসঙ্গে পটুয়াখালীর বাউফল থানার কাছিপাড়া গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

মন্তব্য প্রতিবেদন

আনিসুল হক

যতবার হত্যা করো জন্মাব আবার

পহেলা বৈশাখের ভোরটি ছিল অনিন্দ্য সুন্দর। আশপাশে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে, ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। চারদিক পবিত্রতায় ভাসিয়ে ফুটে উঠছে ভোরের আলো।

অন্যান্য বছরের মতো হাজার হাজার মানুষ নতুন বছরের প্রথম লগ্নটিকে আহ্বান করতে সমবেত হয়েছে রমনার বটমূলে। নারী-পুরুষ, সবার মনে পবিত্র ভাবানুভূতি, গায়ে চমৎকার পোশাক, ছেলেরা অনেকেই পরেছে শুভ্র পাঞ্জাবি, মেয়েরা শাড়ি। বেলি ফুলের মালা মাথায় গুঁজেছে অনেক মেয়ে। শিশু-কিশোরদের উৎসাহ বেশি। বালিকারা শাড়ি পরেছে, সাজগোজ করেছে, চুড়ি কিংবা ফুলের মালা নিয়েও তাদের উৎসাহের সীমা নেই। বাবা-মায়েরা হাত ধরে নিয়ে এসেছেন ছোট্ট ফুটফুটে শিশুদের—চারদিকে শুভ আর সুন্দরের বাতাবরণ, উৎসবের আমেজ।

রান্নাঘরে চলছে একটু ভালো রান্নাবান্নার আয়োজন, সাধারণ সংস্কার, বছরের শুরুতে পোলাও খাওয়া হলে সারাটা বছর পোলাও-কোর্মায় যাবে। আজ কেউ কাউকে বকবে না, সবার মুখে প্রসন্ন হাসি-আকাশ যেন আজ বেশি নীল, পাতারা ঘন সবুজ।

ঠিক এই দিনেই আরেক দল মানুষ—আমরা জানি না তারা কারা এবং কজন—এক ভয়াবহ পরিকল্পনার শেষ অধ্যায় সম্পন্ন করছে। অতি ভয়াবহ বোমা তারা তুলে দিয়েছে কজনের হাতে। লক্ষ্য—বোমাটি রমনা বটমূলে ছায়ানটের মঞ্চে পৌছে দেওয়া।

ফুলের মতো একেকটা শিশু বসে আছে মঞ্চের সামনের সবুজ ঘাসে। মায়ের নিরাপদতম কোলটি ঘেঁষে। বাবার প্রশ্রয়পূর্ণ আঙুল ধরে আছে কত কত বালক।

গান হচ্ছে মাইকে। আর দেখুন মঞ্চের শিল্পীদের। তাদের মধ্যে কতজন কিশোর, এখনো গোঁফের রেখা ওঠেনি, সাদা পাঞ্জাবি পরে বসে গলা মেলাচ্ছে কোরাসে।

এই শিশুদের হত্যা করতে হবে? এই কিশোরদের? এই শিল্পীদের—যারা গান গাওয়া ছাড়া আর কোনো কঠিন রূঢ় কাজই করতে পারবে না। পাখির মৃত্যুতেও যাদের চোখে জল আসে।

বোমা-পরিকল্পকেরা সব পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ঘাতক— বোমা হাতে লোক পাঠিয়ে অপেক্ষা করছে চরম খবরটি শোনার জন্য!

তারা অপেক্ষা করছে—বিস্ফোরণের শব্দ শোনার জন্য— ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ুক হাত-পা-ধড়, পুড়ে যাক মানুষের চোখ-মুখ-চামড়া-চুল, চোখের পাতা, রক্তে ভেসে যাক রমনার সবুজ চত্বর।

তাই হলো। মঞ্চ পর্যন্ত পৌছায়নি বোমাবাহকরা, মঞ্চের অদূরেই ঘটে গেল বিস্ফোরণ। মুহূর্তে-ধোঁয়া আর ভয়ার্ত জনতা সরে গেলে অকুস্থলে পড়ে রইল মানুষের মাংসের দলা— কাটাছেঁড়া, ঝলসে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া।

যে তরুণী নববর্ষের সুন্দর দিনটিকে আরো সুন্দর করতে গিয়েছিল ছায়ানটের অনুষ্ঠানে, সে পড়ে রইল পুড়ে যাওয়া-ঝড়ে যাওয়া মাংসের স্তূপ হয়ে। এক পরিবার থেকে গিয়েছিল তিনজন—বলে গিয়েছিল হাসতে হাসতেই—মঞ্চের কাছে থাকতে হবে, যেন টেলিভিশনে তাদের ছবি দেখা যায়। হায়, আজ টেলিভিশনে, সবগুলো পত্রিকায় তাদের ছবি প্রচারিত-প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু তাদের ঝলসে যাওয়া মুখ চিনবে কে? হায়, তারা আজ কেবলই মৃতদেহ।

কারা তারা? কোন মানুষগুলো? যারা বোমাবাজদের পাঠিয়েছে? টাকা খরচ করে উদ্যোগ আয়োজন করে বোমা কিনেছে? ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেছে এই হত্যাকাণ্ডের? নির্বিচার নরহত্যার। তাদের পরিকল্পনা কি আরো ভয়াবহ ছিল? তারা কি চেয়েছিল বোমায় মারা পড়ুক কয়েকজন, আর শব্দে-আগুনে-ভয়ে ছোটাছুটি করতে গিয়ে পায়ে পিষে মারা পড়ুক আরো আরো নারী, আরো আরো শিশু, আরো আরো মানবসন্তান?

ওই লোকগুলোও তো মানুষই! মাতৃগর্ভে তারাও তো কাটিয়েছে ১০ মাস! স্তন্যপান করেছিল মায়ের! পরশু দুপুরে তারাও কি ভাত খেয়েছে! আজও খেয়েছে! কেন তারা মানুষ হয়েও এত অমানুষ! কী তাদের এমন জিঘাংসু-উন্মাদ পশুতে পরিণত করল? ক্ষমতার লোভ! অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা? জঙ্গি মৌলবাদ! সঙ্গীতে তাদের ভয়? রবীন্দ্রনাথে তাদের ভয়? অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন বাঙালি ও আদিবাসীদের উৎসব নববর্ষে আতঙ্ক? নাকি কেবলই ভোটের হিসাব-নিকাশ? নাকি ঘোরতর সাম্প্রদায়িক অন্ধত্ব?

হায় হায় বারবার কেন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর মতো নিরীহ শিল্পীদেরই মরতে হয়! মরতে হয় কমিউনিস্ট পার্টির গরিব নিবেদিত কর্মীকে! আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মতো সংখ্যালঘু বিপন্ন সম্প্রদায়কে!

বাঙালি শান্তিপ্রিয়! সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম, পরিকল্পিত ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যা এ দেশের রাজনীতিতে তেমন নেই বলেই তো এতদিন আশ্বস্ত ছিলাম। কী শুরু হলো। এই শান্তিবাদী দেশে! জনবহুল স্থানে বোমা ফাটিয়ে মানুষ মারার রাজনীতি কারা আমদানি করল এদেশে?

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—সরকার কী করে! কী করে গোয়েন্দারা! এই বোমা আসে কোত্থেকে! পরিকল্পনা হয় কোন কোন ঘরে! কেন ধরা পড়ে না প্রকৃত অপরাধীরা? কেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না অপরাধীদের!

যারা আমাদের সুন্দর সকালটিকে হত্যা করেছে-হত্যা করেছে নয়জন মানবসন্তানকে, চিরদিনের জন্য যন্ত্রণাদগ্ধ করেছে আরো আরো আহত মানুষদের জীবনকে; যারা নিষ্পাপ শিশু, নিরীহ শিল্পী, প্রাণবন্ত তরুণদের নির্বিচার হত্যার পরিকল্পনা করতে পারে, তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা-ধিক্কারের শেষ নেই। তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই—অনতিবিলম্বে। আর চাই তাদের প্রতিরোধ— রাজনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে।

ষাটের দশকে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করতে গিয়ে বাঙালিকে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল সাংস্কৃতিকভাবে। আজ যারা বোমা ফাটিয়ে মানুষ মেরে বাঙালির প্রাণস্পন্দনকে থামিয়ে দিতে চায়, তারাও হিসাবে ভুল করছে। আঘাত করে একটা জাতির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে থামিয়ে দেওয়া যায় না, বরং বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো তা আরো শক্তিশালী, আরো প্রাণিত, আরো বেগবান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে শত ধারায়। বাঙালির বুকে-মুখে আজ এই মন্ত্র—যতবার হত্যা করো জন্মাব আবার! কিংবা মারী ও মড়কে যার মৃত্যু হয় হোক আমি মরি নাই...কেউ কোনো দিন কোনো অস্ত্রে আমার আত্মাকে দীর্ণ করতে পারবে না।

এই ক্রূর ঘাতকদের ক্ষমা নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো'। এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে চাই ক্ষমাহীন প্রতিরোধ, এই অশুভের বিরুদ্ধে চাই শুভশক্তির সক্রিয়তা, সমাবেশ।

স্বজনের খোঁজে লাশঘরে

পহেলা বৈশাখের পুরো দিনটিই ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গের আশপাশ অসংখ্য মানুষের কান্না আর আহাজারিতে ভারী ছিল। মর্গের ভেতরে সারিবদ্ধভাবে রাখা ছিল নয়টি লাশ। বোমায় ক্ষতবিক্ষত, বিকৃত, পুড়ে তামাটে হয়ে যাওয়া এক একটি শরীর। একজনের আবার পেছন দিক ছাড়া মাথার প্রায় পুরো অংশই নেই। স্বজনের খোঁজে লাশঘরে এসে অনেককেই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে। দুপুরে মিরপুর থেকে এসেছিলেন দুই ভাই শহীদুল্লাহ খান এবং গোলাম সারোয়ার খান। তার খুঁজছিলেন তাদের ভাই সাইফুল ইসলাম খানকে। প্রায় মাথা নেই লাশটির পাশে এসে দাঁড়ালেন দুজন, কিছুক্ষণ দেখলেন, পাজামা-পাঞ্জাবি সবই ঠিক আছে। সাইফুল যে রকম চিরুনি ব্যবহার করেন ঠিক সে রকম একটি চিরুনিও পাওয়া গেল পাঞ্জাবির পকেটে। ভাইকে খুঁজতে আসা দুই ভাইই তখন কাঁদতে শুরু করেছেন। একজন কাঁদতে কাঁদতে টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারও দিলেন। মর্গেও কাগজপত্রও তৈরি করা শুরু হলো সাইফুলের নামে। কিন্তু প্রায় ২ ঘন্টা পর মিরপুর থেকে হন্তদন্ত হয়ে আরেকজন এসে জানালেন, সাইফুল বেঁচে আছে এবং বাসায় ফিরেছে।

একই লাশকে ঘিরে আরেক দফা বিভ্রান্তিতে পড়লেন ২৫০/২৩ বংশাল রোডের মোহাম্মদ মোস্তফা। ছেলে আরিফের খোঁজে মর্গে এসে তিনিও ভাবলেন, এটাই তার ছেলে। এর আগে কে একজন তাকে ফোন করে জানিয়েছে বোমায় তার ছেলে মারা গেছে। কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফোন করলে ছুটে এলেন তার স্ত্রীও। বাইরে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে মর্গের ভেতরে ঢুকলেন আরিফের মা। তারপর লাশটির পায়ের স্যান্ডেল দেখে তারা নিশ্চিত হলেন এটা আরিফ নয়। পরে অবশ্য এই লাশের প্রকৃত পরিচয় মিলেছে। সে এলিফ্যান্ট রোডের ইউনাইটেড টেইলার্সের কর্মী ইমরান (২৫)।

সারা দিনই মর্গে স্বজনের খোঁজে ঘটতে থাকে হৃদয়বিদারক সব ঘটনা। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর সকালে যারা রমনায় গিয়েছিল অথচ বাসায় ফেরেনি মূলত তাদের আত্মীয়স্বজনরাই ছুটেছেন হাসপাতালে এবং মর্গে। ৩টার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গের গেট বন্ধ হয়ে গেলে স্বজনের খোঁজে আসা সবাইকেই ভিড় জমাতে হয় বাইরে। তখন নিজের চোখে না দেখার কারণে অন্যদের বর্ণনা শুনেও নিজের প্রত্যাশিত স্বজনকে মনে করে কান্নায় ভেঙে পড়েন কেউ কেউ। এদের মধ্যে রয়েছেন মাদারটেকের মইনুল হোসেনের বাবা-মা, মিরপুরের আহমেদ হোসেনের ভাই আফতাব হোসেন, বিদ্যুতের দুলাভাই মোস্তফা ফিরোজ প্রমুখ।

এই বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান জানিয়েছে ছায়ানট

রমনা বটমূলে ঐতিহ্যবাহী নববর্ষের অনুষ্ঠানে বোমা হামলাকারী এবং তাদের মদদ দানকারী চিহ্নিত মহলের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে ছায়ানট। সেই সঙ্গে বোমা হামলায় হতাহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।

ছায়ানটের পক্ষে পহেলা বৈশাখ শনিবার মফিদুল হক স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, বাঙালি সংস্কৃতির সুস্থ ও সুন্দর বিকাশের যারা বিরোধী, তারাই এই বর্বর হামলা চালিয়েছে। এই নৃশংস ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। যশোরে উদীচীর সাংস্কৃতিক সমাবেশে বোমা হামলা থেকে শুরু করে একাদিক্রমে এ ধরনের নৃশংস আক্রমণ সংঘটিত করে যারা বাঙালি জাতির জাগরণকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর প্রতিরোধ দৃঢ়তর করে ঘাতকচক্রকে সমবেতভাবে উৎখাত করতে হবে।

ছায়ানট দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নববর্ষের সকালে রমনার বটমূলে প্রভাতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে এবং এই অনুষ্ঠানটি এখন দেশের সকল মানুষের প্রাণের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

২ বছরে বোমায় ৩৭ জন নিহত

কেবল উদীচী ঘটনার চার্জশিট হয়েছে ❑ অধিকাংশেরই তদন্ত মাঝপথে থেমে গেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

গত শনিবার পহেলা বৈশাখ রাজধানীর রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাসহ গত দুবছরে পৃথক ৭টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৩৭ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। বিস্ফোরণের প্রত্যেকটি ঘটনা ছিল নাশকতামূলক। সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এসব ঘটনার বিষয়ে আগাম কিছুই জানতে পারেনি। এমনকি তদন্ত করেও বিস্ফোরণ ঘটনার কোনো কিনারা এ সময়ে করা যায়নি। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাঝপথেই তদন্ত থেমে গেছে।

১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ যশোরে উদীচীর সম্মেলনে বোমা হামলায় মারা যান ১০ জন। একই বছরের ৮ অক্টোবর খুলনায় কাদিয়ানি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে মারা যান ৮ জন। গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর মিরপুরে জুতার দোকানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু হয়। এ বছরের ২০ জানুয়ারি ঢাকায় সি-পবির মহাসমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে চারজন ও পৃথক ঘটনায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দুজনের মৃত্যু হয়। গত ২ এপ্রিল বিরোধী দলের হরতাল চলাকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর থানার ভেতরে বোমা বিস্ফোরণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আর সর্বশেষ গত শনিবার রমনা বটমূলের ঘটনায় এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন নয়জন।

এছাড়া ১৯৯৯ সালের আগস্টে ঢাকায় দৈনিক জনকণ্ঠ অফিস থেকে ৩ কেজি ওজনের একটি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার হয়। একই মাসে ঢাকার বকশিবাজারে কাদিয়ানি মসজিদ থেকে দুটি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার হয়। গত বছরের ২২ জুলাই কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর জনসভাস্থলের কাছ থেকে ৭৬ কেজি ওজনের অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা উদ্ধার হয়। দুদিন পর একই এলাকার হেলিপ্যাড থেকে আরো একটি বোমা উদ্ধার হয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের জন্য এই বোমা পুঁতে রাখা হয়েছিল বলে তাৎক্ষণিকভাবে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা জানায়।

এতগুলো ঘটনার মধ্যে উদীচীর ঘটনার তদন্ত করে সিআইডি চার্জশিট দাখিল করেছে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু খোদ সিআইডিরই কোনো কোনো কর্মকর্তার মতে তদন্তে এমন কিছু ফাঁক-ফোকর আছে যার ফলে ঘটনার মূল হোতারা চার্জশিটভুক্ত আসামি হওয়ার পরেও রেহাই পেয়ে যেতে পারে। খুলনার কাদিয়ানি মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তভার সিআইডিকে দেওয়া হলেও অজ্ঞাত কারণে তদন্ত প্রক্রিয়া থেমে আছে।

ঢাকায় সিবিপি মহাসমাবেশে বোমা বিস্ফোরণের পর এর তদন্তভার সিআইডিকে দেওয়া হলে শুরুতেই তারা 'মিরাজ তত্ত্ব' প্রচার শুরু করে। সিআইডি জানায়, ঘটনার সঙ্গে জনৈক মিরাজ জড়িত। কিন্তু অদ্যাবধি সিআইডি মিরাজকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তদন্ত প্রক্রিয়াও থেমে আছে। এ সংক্রান্ত মামলার চার্জশিটও সিআইডি দাখিল করেনি।

জনকণ্ঠে বোমা পুঁতে রাখার বিষয়ে সিআইডি তদন্ত শুরু করেছিল, সে প্রক্রিয়াও বহুদিন ধরে থেমে আছে।

তবে কোটালীপাড়ার বোমা পুঁতে রাখার ঘটনায় গত সপ্তাহে সিআইডি চার্জশিট প্রদান করলেও তাদের ভাষায় ঘটনার মূল নায়ক মুফতি হান্নানকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, দু-একটি ঘটনার চার্জশিট হয়তো হচ্ছে। কিন্তু তদন্ত করে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ ভালোভাবে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। আসলে তদন্ত হচ্ছে খুবই দায়সারাভাবে। ক্ষোভের সঙ্গে ওই কর্মকর্তা বলেন, তদন্তকারী সংস্থাগুলোর কাজকর্মের তদারকি ঠিকমতো হলে এ সমস্যা হতো না।

অন্যদিকে সিআইডির একজন পদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলেই তাৎক্ষণিকভাবে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের অন্য মন্ত্রীরা মৌলবাদী গোষ্ঠীকে দোষারোপ করেন। মৌলবাদীরা হয়তো এর চেয়েও 'খারাপ' কাজ করতে পারে। কিন্তু যখন সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে মন্তব্য আসে তখন তদন্তের গতিপ্রকৃতি সেই মন্তব্যকে অনুসরণ করেই হয়।

সন্‌জীদা খাতুন বললেন

'আমরা ভীত হইনি'

নিজস্ব প্রতিবেদক

'শোকার্ত হলেও আমরা ভীত হইনি। এখানে বোমা হামলা হয়েছে, হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। এ দেশে সব সময়ই প্রতিরোধ করে সংস্কৃতিকর্মীদের এগোতে হয়েছে। পাকিস্তান আমলেও ছায়ানটের এ অনুষ্ঠান প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে।'

রমনা বটমূলের অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের পর ছায়ানটের সভাপতি সন্‌জীদা খাতুন স্থির, দৃঢ় কণ্ঠে এই কথাগুলো বলেন, সারা দেশেই টেলিভিশনের দর্শকরা তার এ প্রতিক্রিয়া শুনতে পান। বটমূলে আয়োজিত বর্ষবরণের অনুষ্ঠানটি বিটিভি ও ইটিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছিল।

পরে নববর্ষের বিকেলে চারুকলার বকুলতলায় আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে এবং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে নববর্ষবরণের পূর্ব-নির্ধারিত অনুষ্ঠান, যা আসলে শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ সমাবেশেই রূপান্তরিত হয়েছিল, সেখানেও সনজীদা খাতুন বক্তব্য রাখেন।

গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সনজীদা খাতুন রমনা বটমূলে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে অব্যাহতভাবে নববর্ষ বরণের যে অনুষ্ঠান চলে আসছে সেখানেই বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার কথা প্রথমবারের মতো উচ্চারিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি যশোরে উদীচীর সম্মেলনে, ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির মহাসমাবেশে এবং সবশেষে ছায়ানটের বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে বোমা হামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, এসব হামলা চলছে বাঙালি নিধনের লক্ষ্যে। সাংস্কৃতিক কর্মীদের ধ্বংস করার জন্য।

এর আগে বকুলতলায় বক্তব্য রাখার সময় তিনি ভোটের রাজনীতির কারণে যারা সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোকে আশকারা দিচ্ছে তাদের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানান। তিনি বলেন, আমাদের সংস্কৃতি আজ ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি। তিনি বলেন, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিচার না হলে মানুষ ক্ষুব্ধ হবে। যত হামলা আসুক না তাতে ভীত না হওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'আমরা চিরদিনই বাঙালি, বাঙালি সংস্কৃতিও চিরজীবী।'

প্রথম আলোকে শিক্ষা সচিব

স্কুলের প্রথম সাময়িক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী ২২ এপ্রিল থেকে শুরু হতে যাওয়া সরকারি-বেসরকারি স্কুলের প্রথম সাময়িক পরীক্ষার সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ করা যাবে। সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ পুনঃনির্ধারিত সময়সূচি ঘোষণা করবে। বিরোধী দল আগামী ২৩ এপ্রিল থেকে টানা ৭২ ঘণ্টার হরতাল ডাকার কারণে পূর্বনির্ধারিত এ সময়সূচিতে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

শিক্ষা সচিব ড. সা'দত হুসাইন গতকাল রোববার প্রথম আলোকে এ কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, নিম্ন ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এমন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে সুষ্ঠু ও সময় মতো পড়াশোনা এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। এ কারণে এবার সমগ্র শিক্ষাবর্ষকে তিনটি পর্বে ভাগ করে পরীক্ষা গ্রহণ ও ক্লাস নেওয়ার সময়সূচি সম্পর্কে একটি গাইড লাইন দেওয়া হয়েছে।

ড. সা'দত বলেন, হরতালের কারণে স্কুলগুলো সুবিধা মতো সময়ে পরীক্ষার সময় নির্ধারণ করবে। হরতালের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হবে না। সরকারি স্কুলগুলোতে শুক্রবারেও ক্লাস নেওয়ার বিষয়টি চিন্তাভাবনা চলছে বলে শিক্ষা সচিব জানান।

দুই নেত্রীর সমঝোতার জন্য ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

'হে প্রভু, সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ করো, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীকে তুমি আশীর্বাদ করো যেন তারা সমঝোতার টেবিলে বসেন। প্রার্থনা করি, এ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দেশের সমস্ত লোকের তুমি নিরাপত্তা দাও।   ঈশ্বর, এ দেশের ওপর তোমার শান্তি বর্ষিত হোক।' খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ইস্টার সানডে উপলক্ষে আয়োজিত সমবেত প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে প্রভু যিশুর জন্য প্রার্থনা করার সময় গতকাল উচ্চস্বরে এই প্রার্থনা করেন পাস্টর মাইকেল অধিকারী। সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এ সময় শত শত খ্রিস্টান নরনারী মুদিত নয়নে এ প্রার্থনায় অংশ নেন।

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ী অপহরণ, ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামের চাকতাই এলাকার হক ভাণ্ডারী রাইস মিলের স্বত্বাধিকারী আবদুল আলিমকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার সময় কর্ণফুলী শাহ আমানত সেতুর কাছাকাছি অপহরণের এ ঘটনাটি ঘটে। চন্দনাইশে নিজের বাড়ি যাওয়ার পথে মাইক্রোবাসের গতিরোধ করে ৪৫ বছর বয়সী আবদুল আলিমকে প্রাইভেট কারে করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অপহৃত হওয়ার দুই দিন পর গত শনিবার চাকতাইয়ের ব্যবসায়ীরা পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে এ ব্যাপারে মৌখিকভাবে অভিযোগ করেন। কিন্তু অপহৃতের নিকটাত্মীয়দের কেউ এখনো পর্যন্ত থানায় কোনো মামলা করেননি। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পুলিশকে জানান, সন্ত্রাসীরা অজ্ঞাত স্থান থেকে ফোনের মাধ্যমে অপহৃত ব্যবসায়ীর মুক্তিপণ বাবদ ৫০ লাখ টাকা দাবি করেছে।

সিএমপির এসিডিবি মনিরুল ইসলাম ব্যবসায়ী অপহরণের কথা স্বীকার করে প্রথম আলোকে বলেন, ৫০ লাখ তো পরের কথা ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ্য নেই অপহৃত ব্যবসায়ীর।

কিছুই বললেন না...

রমনার বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ এবং এরশাদকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কী বলেন-কৌতূহল ছিল গতকাল রোববার চান্দিনার জনসভায় আগত অধিকাংশ মানুষের। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তার ৩৪ মিনিটের বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গে কিছুই বলেননি। বিষয়টি কারও নজর এড়ায়নি। শেখ হাসিনার বক্তৃতা শেষে বাড়ি ফেরার পথে লোকজনের মুখে মুখে আলোচিত হয় এ বিষয়টি। -*কুমিল্লা প্রতিনিধি*